হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

প্রথম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

নিন্দুকেরা আনন্দবাজারকে বলে আরব টাইমস্। ইসলাম প্রচারের আর হিন্দু দলনের মুখপত্র। পুরো আনন্দবাজার গ্রুপের ইসলামকে গার্ড দেবার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখলে মায়া হয়।

—শিবপ্রসাদ রায়

আমাদের কথা

সংহতি সংবাদের এই জুলাই ২০০৯ সংখ্যায় এই মাসিক পত্রিকার এক বছর পূর্ণ হল। পত্রিকাটি পাওয়ার জন্য যে আগ্রহ আমরা দেখেছি এবং এর প্রচার সংখ্যার বৃদ্ধি দেখে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে পাঠকরা পত্রিকাটিকে গ্রহণ করেছেন। হিন্দু নির্যাতনের যে ঘটনা অন্য কোথাও লেখা হয় না, তা এই পত্রিকা থেকে পাঠকরা পাওয়ার অপেক্ষা করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় যে আবার পাকিস্তানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তা এই পত্রিকা থেকে পাঠকরা জানতে পারেন। এই পত্রিকা পাঠকদের আরও জানাতে চায় যে বাংলার এই সঙ্কট পরিত্রাণের জন্য কোন মধুসূদন দাদা নেই। এই পত্রিকা পাঠকদের বোঝাতে চায়, ইতিহাসের শিক্ষা-নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়, অন্য কেউ লড়ে দেয় না। যে জাতি যুদ্ধবিমুখ হয়, সে জাতি মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না। প্রবাদ আছে ঃ ঐশ্বর্য্য চাও, ঘাম ঝরাও; স্বাধীনতা চাও, রক্ত ঝরাও। নেতাজী বলেছিলেন — রক্ত দাও, স্বাধীনতা দেব। অর্থৎ স্বাধীনতার মূল্য রক্ত। আমরা বলি, শুধু স্বাধীনতা নয়, স্বাভিমান ও আত্মসম্মানের মূল্যও রক্ত। কারণ, পরাধীনতার পিছন পিছনই আসে অপমান, লজ্জা, গ্লানি। বাংলার হিন্দু একবার স্বাভিমান হারিয়েছে ১৯৪৭ সালে। আর একবার হারাতে বসেছে। তার পূর্বাভাস ধানতলা, বানতলা, সদ্য পূর্বস্থলী, জয়নগর, বেলডাঙ্গায় পাওয়া গেল। অনেক জেলায় বহু গ্রামে হিন্দু মেয়েরা আর নিরাপদ নয়। দেশ ভাগের পূর্ব লক্ষণ ফুটে উঠছে। এ সম্বন্ধে সচেতন করতে, সাবধান করতে ও একে প্রতিহত করার আহ্বান জানানোর জন্যই এই সংহতি সংবাদ। পত্রিকার বছর পূর্তিতে এটুকুই নিবেদন।

বেলডাঙ্গার নওদায় স্কুলে শুক্রবারের

নামাজকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

দাঙ্গার পর ত্রিমোহিনী বাজারের দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ নওদা ব্লকের হিন্দুরা আবার অনুভব করল যে তারা পাকিস্তান অথবা কাশ্মীরে বসবাস করছে। গত ১০ই জুলাই তারা অনেক মূল্য দিয়ে বুঝতে পারল যে ওই জেলায় হিন্দুরা নিজেদের নিরাপত্তা তো নিজেরা রক্ষা করতে পারবেই না, এমনকি পুলিশও তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না। ১০ই জুলাই প্রমাণ হয়ে গেল যে একমাত্র বি.এস.এফ. অথবা সেনাবাহিনীই মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

গত ১০ই জুলাই শুক্রবার নওদা থানার ঝাউবোনা, ত্রিমোহিনী ও দাড়াপাড়া গ্রাম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সম্মুখীন হল। প্রশাসন বাইরের লোককে এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না এবং খবরের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারী করায় হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। মুসলিমদের আক্রমণে অন্ততঃ ৬ জন হিন্দু নিহত, বহু আহত, ত্রিমোহিনী বাজারের সমস্ত হিন্দু দোকান লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত এবং দাড়াপাড়া ও ঝাউবোনার বহু হিন্দু বাড়ী লুণ্ঠিত ও ভাঙচুর হয়েছে। পুলিশ ও বি.এস.এফ.-এর গুলিতে বেশ কিছু মুসলমান দাঙ্গাকারীও নিহত ও আহত হয়েছে। তারও সঠিক সংখ্যা প্রশাসন গোপন করছে।

ঘটনার সূত্রপাত ঝাউবোনা হাইস্কুলে মুসলিম ছাত্রদের শুক্রবারে নামাজ পড়ার দাবীকে কেন্দ্র করে। মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা জেলায় ৬৩.৬৭ শতাংশ। হিন্দু ৩৫.৯২ শতাংশ। জেলায় মোট ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২৫টি ব্লকই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে নওদা থানায় এই ঘটনা ঘটেছে সেই ব্লকে হিন্দু ৩০ শতাংশ, মুসলিম ৭০ শতাংশ। ঝাউবোনা হাইস্কুলে ছাত্রসংখ্যা ২২০০। তারমধ্যে প্রায় অর্ধেক মুসলমান। এরা অনেকদিন থেকেই দাবী করছে যে শুক্রবার দুপুরে নমাজের সময় টিফিনের ছুটি ১ ঘণ্টা বাড়াতে হবে এবং তাদেরকে স্কুলের মধ্যেই নামাজ পড়ার অনুমতি দিতে হবে। স্বভাবতই স্কুল কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হননি। হিন্দু ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকরাও এর বিরোধিতা করেছে। হিন্দু ছাত্র ও অভিভাবকদের বক্তব্য যে একটি সম্প্রদায়ের জন্য সারা বছর ধরে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি কেন করা হবে। তাছাড়া তাদের গভীর আশঙ্কা যে স্কুলে প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়ার অনুমতি দিলে সেখানে নামাজ পড়তে বাইরের লোকের আগমন হবে, এবং শেষ পর্যন্ত স্কুলটাই একটা মসজিদে পরিণত হবে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ নামাজের দাবী না মানায় মুসলিম ছাত্ররা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ছিল। তাই তারা দাবী তুলেছিল যে তাদের নামাজ পড়া না হলে স্কুলে সরস্বতী পূজাও তারা হতে দেবে না। এই নিয়ে স্কুলে হিন্দু-মুসলিম স্থায়ী টেনশন লেগেছিল। মুসলিম ছাত্রদের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে গতবছর থেকেই স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ হয়ে

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

মাত্র ১০০ ভীল হিন্দু পাকিস্তানে থাকতে পারল না

গত ৩জুলাই ১০০ পাকিস্তানী হিন্দু ভারতে চলে এলেন। বেড়াতে নয়, স্থায়ীভাবে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধ প্রদেশে বসবাসকারী অনগ্রসর ভীল উপজাতির ১০০ হিন্দু থর এক্সপ্রেসে করে জামাজ রাজস্থানের যোধপুর এসে পৌঁছলেন। তাঁরা বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের নাগরিকত্ব চেয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, অমুসলমান হওয়ার জন্য তাঁরা পাকিস্তানে চরমভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছেন। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন।

যারা ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে, তাদের কাছে উত্তর চাই—অতি অল্পসংখ্যক, মাত্র ১ শতাংশ হিন্দু, যারা গরীব ও অনগ্রসর, তারাও

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

জয়নগরের স্কুলে শুক্রবারের নামাজকে কেন্দ্র করে

হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ

বহু হিন্দু আহত, বাড়ী লুট, মেয়েদের শ্লীলতাহানি

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র শিক্ষক অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে সপ্তাহের শুক্রবার দিনটা যেন বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া গ্রামের হাইস্কুলে ৪ জন মুসলিম শিক্ষকের শুক্রবারের নামাজ পড়ার দাবীকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ, ভাঙচুর ও লুটপাট হল।

ঘটনার সূত্রপাতঃ পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে ৪ জন মুসলিম শিক্ষক আছেন। আনিসুল মোল্লা, নিজামুদ্দিন আহমেদ, মুজিবর রহমান ও জিয়াউল হক। এখানে ২৫০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। তার মধ্যে মুষ্টিমেয় মুসলিম ছাত্র। উক্ত শিক্ষকরা অনেকদিন থেকে দাবী করছেন যে শুক্রবারে নামাজের জন্য টিফিনের সময় বাড়াতে হবে এবং স্কুলের মধ্যে একটা 'নামাজ ঘর' তৈরি করে দিতে হবে। হিন্দু ছাত্ররা এই দাবীর বিরোধিতা করে এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটিও এই দাবী মানে না। ছাত্ররা ও স্থানীয় হিন্দুরা মনে করে যে স্কুলের মধ্যে 'নামাজ ঘর' তৈরী হলে তা কালক্রমে মসজিদে পরিণত হবে। কিন্তু মুসলিম শিক্ষকেরা তাদের দাবী জোরালো করতে থাকেন।

হিন্দু ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে ৩৫০ ছাত্রের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে গত ২২ জুন হেডমাস্টারকে জমা দিতে যায়। তখন উপস্থিত ৩জন মুসলিম শিক্ষক মুজিবর রহমান, আনিসুল মোল্লা ও নিজামুদ্দিন আহমেদ হিন্দু ছাত্রদেরকে অপমান ও গালাগালি করা শুরু

শেষাংশ তৃতীয় পাতায়

নরেন্দ্র মোদী চুপচাপ
গুজরাতে একটি দরকারী কাজ করছেন

নরেন্দ্র মোদী সত্যিই কাজের মানুষ। একটা অত্যন্ত দরকারী কাজ যা কেউ করছেন না, করার সাহস পাচ্ছেন না, নরেন্দ্র মোদী তা করে ফেলেছেন। গত ৬ জুন সরকারী নোটিফিকেশনের দ্বারা একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন বিনা প্রচারে। গুজরাত হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জাস্টিস বি.জে.শেঠনার নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনের অনুসন্ধানের বিষয় হবে—১৯৪৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যের এলাকা ভিত্তিক ধর্মীয় জনবিন্যাসের কিরকম পরিবর্তন হয়েছে এবং বসবাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের এলাকাভিত্তিক মেরুকরণ হয়েছে কিনা, এবং হয়ে থাকলে কতটা হয়েছে তারও ম্যাপ তৈরী করা হবে। কমিশনকে ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

সরকারী নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও আদালতে এরকম অভিযোগ উঠেছে যে গুজরাতে মানুষের বাসস্থানের ধর্মীয় মেরুকরণ (Polarisation) ঘটছে। রাজ্য সরকার মনে করে যে "এইপ্রকারের অভিযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইরকমের অভিযোগের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব ও অসদ্ভাব তৈরী হয়"। তাই এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এই কমিশন গঠন।

এই কমিশন রাজ্যের মোট আয়তনের ক্ষেত্রফলের প্রতি বর্গমিটার হিসাবে ম্যাপ তৈরী করবে যে ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার সময় কতটা ক্ষেত্রফলে কোন্ ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল, তারপর প্রতি দশ বছরে তার কী পরিবর্তন হয়েছে।

ঠিক এইরকম একটা ম্যাপ, অর্থাৎ মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে কতটা এলাকায় ছিল, আর বর্তমানে কতটা এলাকায় আছে—তার মানচিত্র তৈরী করা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের ক্ষেত্রে হাজারগুণ বেশী জরুরী। এই দুটি রাজ্য পাকিস্তানীকরণের দিকে কতটা এগিয়েছে তা এই মানচিত্র থেকে বোঝা যাবে। কিন্তু বাংলা ও আসামে কোন নরেন্দ্র মোদী নেই। এখানে আছে শুধু মাতৃভূমি বিভাজনকারী সেক্যুলাররা। তাই এখানে ওই অত্যন্ত জরুরী কাজটি হবে না।

নরেন্দ্র মোদীর এই কমিশন গঠনের কাজটিকে বিভিন্ন ইসলামপ্রেমী তথাকথিত মানবাধিকারবাদী সংস্থাগুলি গভীর সন্দেহের চোখে দেখছে। কিন্তু মোদী এমন সুকৌশলে কাজটি করেছেন যে তারা হৈ চৈ করতে পারছে না। গুজরাতের আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই কমিশনের রিপোর্ট ও ম্যাপ প্রকাশ হলে নির্বাচনে অ্যান্টি ইন্‌কাম্বেন্সি ফ্যাক্টরকে প্রতিহত করতে নরেন্দ্র মোদীর খুবই সুবিধা হবে। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী তাঁর রাজ্যে প্রচুর উন্নয়ন করলেও নির্বাচনে জেতার জন্য শুধু উন্নয়ন ও সুশাসনের উপর ভরসা করে বসে নেই। শুধু এই উন্নয়ন ও সুশাসনের উপর ভরসা করেই ২০০৪-এ বাজপেয়ী এবং ২০০৯-এ আদবানী দলকে নির্বাচনে ডুবিয়েছেন। তাই নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

[সূত্রঃ টাইমস্‌স্ অফ ইন্ডিয়া, ৪/৭/০৯]

রিয়্যাল গুরু ইসমাইল

টিভি-র জনপ্রিয় লাইভ শো 'সা-রে-গা-মা'-তে পুনম যাদব তাঁর পাওয়ার হাউস পারফরমেন্স দিয়ে লালুপ্রসাদ যাদবকে মুগ্ধ করেছিলেন। পুনম 'সা-রে-গা-মা-পা'-তে ইসমাইল দরবারের 'ইয়ালগার ঘরানা'য় ছিলেন। পুনমকে তালিম দিয়ে শ্রেষ্ঠ করানোর জন্য গুরুর ভূমিকায় ছিলেন ইসমাইল দরবার। সম্প্রতি মার্চ মাসের ২২ তারিখে নিজের শহর লখনৌতে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন পুনম। কারণ জানা গেছে গুরু ইসমাইলের সঙ্গে পুনমের সম্পর্ক গুরু শিষ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুনম অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে পড়েন। এই কারণে কয়েক মাস আগে অ্যাবরশন করাতে বাধ্য হন পুনম। ইসমাইল অস্বীকার করলেও কি কারণে পুনম এমন করতে বাধ্য হলেন?

ইসমাইল গুরুরা কি এরকমই করে থাকেন?

টিভি-তে মুখ দেখানোর জন্য যেসব বাবা-মায়েরা তাদের কিশোরী মেয়েদের লাইভ-শো তে পাঠাতে আগ্রহী, তাঁরা এই প্রতিভাময়ী পুনম যাদবের পরিণতি থেকে শিক্ষা নিন।

[সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বর্তমান, ৯-৫-০৯]

সুলতানগঞ্জের শীতলা মন্দিরে ভাঙচুর

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার আমতলা গোতলাহাটের কাছে সুলতানগঞ্জ গ্রাম। ঐ গ্রামেই হিন্দুদের পবিত্র শ্রীশ্রী শীতলামাতার মন্দির। গ্রামে মুসলমানরাও বসবাস করে। গত রবিবার ১২ জুলাই'০৯, রাত্রি ১০.৩০ মিনিট শতাধিক মুসলিম দুস্কৃতি ঐ মন্দির আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা লাঠি, লোহার রড, টাঙ্গি, বল্লম তথা আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা নিয়েই হামলা করে। হামলাকারী- দের বাধা দিতে গিয়ে সুদীপ দাস, সুজিত ঘাটা, প্রশান্ত মেটে আক্রমণকারীদের আঘাতে গুরুতর-ভাবে আহত হয়। আহত অবস্থায় তাদেরকে স্থানীয় আমতলা গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আক্রমণকারীদের হাতে আরো অনেকেই আহত হয় তথা মহিলাদেরকেও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। শ্যামল জানা সহ গ্রামের অনেকের বাড়িও ভাঙচুর করে।

এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ-মুসলিমরা তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ যারা এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছে সেই– আজাদ শেখ, সালাম শেখ, রহিম শেখ, রবিয়াল মোল্লা, ইসমাইল মোল্লা, জিদ্দিক শেখ, আক্তার শেখ, গিয়াসউদ্দিন মিস্ত্রী, আব্বাস কাজী, আবদুল মোল্লা, মফিজুল শেখ, রিজাউল মোল্লা, বাচ্চু শেখ, আলামিন মিস্ত্রী তথা আবেদ মোল্লার পুত্ররা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা প্রকাশ্যে হিন্দুদের শাসাচ্ছে –সবে তো মন্দির ভেঙেছি এরপর মূর্তি ফেলে দেব, তারপর হিন্দু মেয়েদেরকে বিধবা করে দেব।

এই ঘটনার পর হিন্দুরা গণস্বাক্ষর করে একটি অভিযোগপত্র বিষ্ণুপুর থানা, জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে দেয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গ্রামে এখনও চরম উত্তেজনা তৈরী হয়ে আছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

বেলডাঙ্গার নওদায়..... সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা.....

গেছে। কিন্তু তাতেও মুসলিম ছাত্ররা শান্ত হয়নি। স্কুলের ভিতরে নামাজ পড়ার জেদ তারা ধরেই রেখেছে। গত ১০ই জুলাই তারা স্কুলে জুম্মাবারের নামাজ পড়ার গোপন পরিকল্পনা করে। যদি হিন্দুরা বাধা দেয়, তার মোকাবিলার জন্য বাইরের থেকে বহু মুসলিম গুণ্ডা এনে ত্রিমোহিনী বাজারের উপর যে বিশাল মসজিদ আছে সেখানে জড়ো করা হয়। এছাড়াও নতুনপাড়া মাদ্রাসা থেকেও মুসলিমদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানো হয়। এই মাদ্রাসা ইসলামিক জঙ্গীদের একটা বড় ঘাঁটি। এখানে বিদেশের জঙ্গী সংগঠনের লোকেদেরও আনাগোনা আছে। এখান থেকে জঙ্গী গ্রেপ্তারও হয়েছে।

১০ই জুলাই বেলা ১২টা থেকেই ঝাউবোনা স্কুলে মুসলিম ছাত্ররা জড়ো হতে থাকে নামাজ পড়বে বলে। অভিযোগ, ঝাউবোনার রেশন ডিলার মজনু শেখের ছেলে লিটন এদের নেতৃত্ব দেয়। হিন্দু ছাত্ররা নামাজ পড়ায় বাধা দেয়। মুসলিম ছাত্ররা চ্যালেঞ্জ জানায়—কে তাদের বাধা দিতে পারে। সংঘর্ষ লেগে যায়। মুসলিম ছাত্ররা বাইরে খবর দেয়। বাইরে তৈরীই ছিল। ত্রিমোহিনী সমজিদ, নতুনপাড়া মাদ্রাসা ও আশপাশের মসজিদগুলি থেকে কয়েকশ মুসলমান স্কুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দু ছাত্রদের আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ শুধু স্কুলেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আশপাশের হিন্দু গ্রাম ঝাউবোনা, কলোনীপাড়া, দাড়াপাড়া, কাজীসাউ, দুধসর, চৈতন্যপুর গ্রামগুলিতেও মুসলিমরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে।

পাশাপাশি দুটি বাজার ত্রিমোহিনী ও ঝাউবোনা বাজারে বেছে বেছে অন্ততঃ ৫০টি হিন্দু দোকান লুঠ করে আগুন দেয় দাঙ্গাকারী মুসলমানরা। সমস্ত মাল লুঠ করে নেয়। শুধু অরূপ সিহি-র কাপড়ের দোকান থেকেই ৩ লাখ টাকার কাপড় লুঠ করে নেয়। দাড়াপাড়ায় ৯টি বাড়ী সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। ওইসব বাড়ীর লোকেরা এখন খোলা আকাশের নীচে। মোট ১০০টির অধিক বাড়ী লুঠ করা হয়।

যাতে পুলিশ ঢুকতে না পারে, সেজন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বেলডাঙ্গা ও নওদা দু'দিক থেকেই ঝাউবোনা আসার রাস্তায় গাছ ফেলে অবরোধ তৈরী করা হয়। বেগুনবাড়ীতে প্রধান সড়কের উপর গাছ ফেলে অবরোধ তৈরী করা হয়। এই অবরোধ হটাতে গিয়ে বেগুনবাড়ীতে জেলা পুলিশের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়।

হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হওয়ার প্রায় দু ঘণ্টা পর জেলার এস.পি. শরৎলাল মীনার নেতৃত্বে পুলিশ ও র‍্যাফের বিশাল বাহিনী ত্রিমোহিনী এসে পৌঁছায়। তখন ত্রিমোহিনী মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হয় যে—ভাইসব, এই পুলিশবাহিনী আসল পুলিশ নয়। বেলডাঙ্গা আশ্রমের কার্তিক মহারাজ এদেরকে পাঠিয়েছে মুসলমানদের মারার জন্য। এই কথা শুনে মসজিদে জমা হওয়া মুসলমানরা দ্বিগুণ উৎসাহে পুলিশের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। পুলিশ ও র‍্যাফ দিশেহারা হয়ে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে থাকে। তবু এস.পি. গুলি চালানোর আদেশ দেন না। যখন ১০ জন পুলিশ ও একজন ডি.এস.পি. গুরুতরভাবে আহত হয়ে যান, তখন গুলি চালানোর আদেশ দেওয়া হয়। পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন মুসলিম নিহত ও আহত হয়।

দাঙ্গা ইতিমধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বহু হিন্দু গ্রাম আক্রান্ত হয়েছে। অন্য হিন্দু গ্রামগুলিতেও লোকেরা গভীর আশঙ্কায় অপেক্ষা করছে কখন তাদের উপর আক্রমণ হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে জেলা প্রশাসন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বি.এস.এফ. কে ডেকে আনেন। সন্ধ্যার মধ্যে বি.এস.এফ. এসে এলাকা সীল করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। মুসলিম গ্রামগুলিতেও ঢুকে তল্লাসি শুরু করে দিয়েছে। ওদিকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর রেজিনগর থেকে ভক্তার মোড় পর্যন্ত উত্তেজনা তৈরী হয়ে গিয়েছে। হিন্দুদের উপর আক্রমণ হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এই অবস্থায় বি.এস.এফ. এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

দাঙ্গায় ঝাউবোনার মাধব মন্ডল ও সর্বাঙ্গপুরের কালু মন্ডলের মৃত্যু হয়েছে। আহত সুমন্ত মন্ডল, মানিক মন্ডল, গোপাল মন্ডল, তার স্ত্রী, অক্ষয় পাল, তার পুত্র এখনও হাসপাতালে ভর্তি। এছাড়া আরও বহু হিন্দু নিখোঁজ। ফলে হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি।

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যারা হিন্দু ছাত্রদের উপর আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় তাদের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র নূরকামাল শেখ, বাচ্চু শেখ, আলি হোসেন, মফিজুল হক, ইকবাল, সাবির, রাহেন প্রভৃতিরা ছিল বলে জানা যায়। আর গ্রামগুলিতে আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় ঝাউবোনার জলিল, ফিরোজ, হায়দার, ত্রিমোহিনীর রুহুল আমিন, লজি, রাজু শেখ প্রভৃতিরা - গ্রামবাসীদের বিবরণে প্রকাশ।

ঘটনার দিন বেলডাঙ্গা শহরে কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে মুসলমানরা জড়ো হয়ে বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রম আক্রমণ করার আলোচনা করছিল। বেলডাঙ্গাতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। আর ঝাউবোনা ত্রিমোহিনী এলাকায় কার্ফু জারী করা হয়েছিল।

বেলডাঙ্গা মহকুমায় বা মুর্শিদাবাদ জেলায় এ ধরণের ঘটনা এই প্রথম নয়। মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা মনে করে যে তারা পকিস্তানে বাস করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে এই জেলা থেকেই সংসদে নির্বাচিত দেশের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী নজিরবিহীনভাবে জেলায় আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন। ভারতে আধুনিক মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা এই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। ভগীরথ হিমালয় থেকে গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলেন এই বাংলায়। আর প্রণব মুখার্জী উত্তরপ্রদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ে আসছেন এই বাংলায়। তাঁর লোকসভা কেন্দ্র জঙ্গীপুরে ৭৮ শতাংশ মুসলমান। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই প্রণববাবুর এই তোফা। এই তোফাকে স্বাগত জানাতেই বোধহয় ঐ জেলার মুসলমানরা নওদায় হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়ে দিল।

মমতা- প্রণবের মাতৃঘাতী পদক্ষেপ

তপন কুমার ঘোষ

ইংরেজরা ভারতে রাজত্ব করতে আসেনি। এসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু এসে দেখল, এখানে শুধু ব্যবসা কেন, রাজত্বও করা যায়, এদেশটা এমনই এলোমেলো। তাই তারা তুড়ি মেরে, কয়েকটা শুধু ট্রিক করে এ দেশের রাজত্ব কব্জা করে নিল। তারা ভারতের শাসক মালিক হয়ে গেল। ইংরাজের ভারত দখলের পিছনে যদি একটামাত্র কোন কারণ থাকে, তা হল এদেশের মানুষের সার্বিক অসচেতনতা। এদেশের মানুষের 'আত্মা' সম্বন্ধে বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশী সচেতনতা আছে। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, শুদ্ধ, অশুদ্ধ, জীবাত্মা, পরমাত্মা— এসব সম্বন্ধে হিন্দু সচেতন। শুধু সচেতন নয় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি, শাসক ও শাসননীতি বিষয়ে। তাই ইংরেজরা সহজেই এদেশটা দখল করে করে নিল। ১৯০ বছর আমরা পরাধীন হয়ে গেলাম (১৭৫৭-১৯৪৭)। তারা যেতে যেতেও দেশটা যাতে চিরপঙ্গু হয়ে থাকে তার জন্য দেশটা ভাগ করে দিয়ে গেল।

দেশের হিন্দুদের আজও সেই অসচেতনতা বর্তমান। তাই সাচার কমিটির নামে এতবড় একটা অন্যায় এদেশের উপর চাপিয়ে দিতে পারল মাতৃঘাতক রাজনীতিবিদরা। এই অসচেতনতার সুযোগ নিয়েই আমাদের রাজ্যের দুই স্বনামধন্য নেতা ও নেত্রী এমন নক্কারজনক কাজ করলেন যার অত্যন্ত বিষময় পরিণতি এ রাজ্যকে ভুগতেই হবে।

রেল বাজেটে মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করলেন যে মাদ্রাসা ছাত্রদের রেলে ভ্রমণ করতে টিকিট কাটতে হবে না। দেশের মানুষ এবং তাদের প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলগুলো মমতা ব্যানার্জীকে প্রশ্ন করল না যে, মাদ্রাসার ছাত্ররা কি সুয়োরাণির ছেলে, আর স্কুলের ছাত্ররা কি দুয়োরাণির ছেলে? মাদ্রাসার ছাত্ররা আরও ভাল করে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের কোন্ মহান কাজটা করবে? মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে আধুনিক পৃথিবীতে তারা এগোবে না পিছোবে? মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তারা নিজেদের সমাজকে ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না পিছিয়ে নিয়ে যাবে? মাদ্রাসা শিক্ষায় উদার মুসলমান তৈরী হয় না কট্টর গোঁড়া মুসলমান তৈরী হয়? মাদ্রাসা শিক্ষায় দেশপ্রেম তৈরী হয় না ইসলাম প্রেম তৈরী হয়? মাদ্রাসা শিক্ষা কতটা ধর্মনিরপেক্ষ? মাদ্রাসায় 'সব ধর্ম সমান' শিক্ষা দেওয়া হয় কি? আল কায়দা, লস্কর-ই-তৈবা, জয়েশ-ই-মহম্মদের বীজতলা কোথায়? তাই মমতাদেবী, আপনি মাদ্রাসা শিক্ষায় এইভাবে অবৈধ উৎসাহ দান করে মুসলমানের উপকার করলেন না দেশের উপকার করলেন? এই কি আপনার ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা?

আর বাংলার চাণক্য (চাণক্য নামের অপমান) প্রণব মুখার্জী কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করলেন যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে খোলা হবে, তার জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন। কেউ প্রণববাবুকে প্রশ্ন করল না যে, বর্তমানে কোন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য রাজ্যে ক্যাম্পাস নেই (মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)। তাহলে উত্তর প্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অন্য রাজ্যে করার যুক্তি কী? কেউ প্রশ্ন করল না, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ মহান ঐতিহ্য বহন করছে? পাকিস্তান দাবীর আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ছিল এই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়— সেই মহান ঐতিহ্যর জন্যই কি প্রণববাবু এর ক্যাম্পাস পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করছেন? যাতে এই বাংলায় আর একবার পাকিস্তান নির্মাণ হয়?

প্রণববাবু আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই, আপনি কমপক্ষে আরও ১০ বছর বাঁচুন। আপনার চোখের সামনে ওই মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে 'Mass Hindu Migration' হবে। আপনি ওই জেলার এম. পি. হয়েও হিন্দু মাইগ্রেশন আটকাতে পারবেন না। আপনি তো নেহেরু-গান্ধী পরিবারের ক্রীতদাস। আপনার মালিক নেহেরুরা কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। সেই কাশ্মীর থেকে যখন ১৯৯০ সালে মিয়াভাইদের মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিসে সমস্ত হিন্দু কাশ্মীর ছাড়ল, তখন আপনার মালিক নেহেরু পরিবারের বশংবদ কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় নীরব দর্শক হয়ে থাকল। আর আপনি বাঁচাবেন আপনার নির্বাচনী জেলা মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের? যে জেলায় ২০০১ সালেই মুসলমানরা ৬৪ শতাংশ হয়ে গিয়েছে, যে জেলায় ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২০০১ সালেই ২৫টি ব্লকে (ব্যতিক্রম - বড়োয়াঁ ব্লক) ভাইজানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। তাই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসে প্রণববাবু এখানে পাকিস্তান তৈরীর প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিলেন, মদত দিলেন, নিজের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে। প্রণববাবুই প্রকৃত কংগ্রেসী, এই কংগ্রেস একবার দেশ ভেঙেছে। প্রণববাবুরা আর একবার ভাঙবেন। বাংলার সাধারণ হিন্দু আত্মা-পরমাত্মা আর শচীন-সৌরভ ছেড়ে রাজ্যের ও রাষ্ট্রের এই পরিণতি সম্বন্ধে আর একটু সচেতন হবে কবে?

প্রথম পাতার শেষাংশ

জয়নগরের স্কুলে নামাজকে.....

করেন। তাঁরা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করতে থাকেন এবং প্রতিবাদকারী ছাত্রদের ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এমনকি অভিযোগ যে একজন শিক্ষক ক্ষুর বের করেন।

একজন মুসলিম শিক্ষক চিৎকার করে বলেন, তোরা আমাদের নামাজ পড়তে না দিলে সামনের বছর থেকে তোদেরকে স্কুলে সরস্বতী পূজাও করতে দেব না। এই কথা শুনে হিন্দু ছাত্ররা আরও খেপে যায়। মুখের তর্ক শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পৌঁছায় এবং মুসলিম শিক্ষকরা ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হন। ইতিমধ্যে তারা মোবাইলে স্কুলের বাইরে খবর দিয়ে দেন। বিভিন্ন গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে চারিদিকে প্রচার করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আশেপাশের ৬টি মুসলিম গ্রাম ও মগরাহাট থেকে ম্যাটাডোরে করে মুসলমানেরা ছুটে এসে স্কুলে ঢোকে।

হিন্দু ছাত্রদের তারা মারধোর শুরু করে এবং স্কুলের সাইকেল গ্যারেজ ও আসবাবপত্র ভাঙতে থাকে। হিন্দু ছাত্ররা প্রাণভয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়। তারপর মুসলমানরা স্কুলের কাছাকাছি অবস্থিত ৩টি হিন্দুদের ক্লাবে হামলা চালিয়ে ক্লাবগুলি সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়। ক্লাবের ক্যারামবোর্ড, কালার টিভি, জিমন্যাসিয়ামের জিনিসপত্র লুট করে নেয়। এই ক্লাবগুলি হল— জয় মাকালী স্পোর্টিং ক্লাব, উদয়ন সংঘ ও বিনয়ী স্পোর্টিং ক্লাব। তারপর ওই মুসলমানরা ৭০-৮০ জন করে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে এলাকার মণ্ডলপাড়া, নস্করপাড়া, প্রামাণিকপাড়া ও উত্তরপাড়া আবাদ – আক্রমণ করে। আক্রমণে অনেক হিন্দু আহত হয়। তখন দুপুরবেলায় (১২.৩০টা) অনেক বাড়ীতেই পুরুষরা ছিল না। মুসলমানদের আক্রমণে বাড়ীর মেয়েরা বাড়ী ছেড়ে পালাতে থাকে। মেয়েদের শ্লীলতাহানি করা হয়। প্রামাণিকপাড়ার ঝুমা প্রামাণিকের (১৫ বছর) হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে হিন্দু পাড়া থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঝুমার আর্তনাদ শুনে কিছু সাহসী যুবক গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। মণ্ডলপাড়ার শ্রীমতী ঊষা মণ্ডলের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে তিনি ঐ মুসলমানকে ধারালো দা দিয়ে আঘাত করেন ও সে আহত হয়ে পালায়। সমীর প্রামাণিকের মাথা ফাটে। স্বপন নস্কর গুরুতর আহত হয়। এছাড়া লাল্টু নস্কর, জয়দেব পাল, মহাদেব মণ্ডল, মহেশ সরদার, কালী সরদার, অরুণ প্রামাণিক ও বহু হিন্দু আহত হয়। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, গোপীনাথ মণ্ডল সহ ৭ হিন্দুর বাড়ী ভাঙচুর ও লুট হয়। গোপীনাথ মণ্ডলের বাড়ীর মন্দির ভেঙে দেয় মুসলিম দুষ্কৃতিরা।

স্থানীয় হিন্দুরা অভিযোগ করে যে গোরের হাটের সাইফুল মোল্লা, সাবির তরফদার, আতিয়ার তরফদার, রফিকুল তরফদার, সাহাজান মল্লিক, বাবর আলি, গোলাম, রহমতুল্লা, আসগর মল্লিক, সাহাবুদ্দিন মোল্লা, দক্ষিণ বারাসাতের সাইকেল গ্যারেজের মালিক কালো সিরাজ ওরফে সন্টু, সরিষাদহের এবাদুল মোল্লা, তুফি এবং অন্যান্যরা মুসলিম হামলাকারীদের নেতৃত্ব দেয়। হিন্দুদের অভিযোগ, যখন পুলিশ আসে, তখন হিন্দুরা দেখিয়ে দেয় যে হামলাকারীদের হাতে বন্দুক আছে, তখন পুলিশ ওই বন্দুকধারীদের ওখান থেকে চলে যেতে বলে, ওদের ধরার কোন চেষ্টা করে না।

এই ঘটনার পর হিন্দু গ্রামগুলিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী মনতোষ মণ্ডল ও সম্পাদক শ্রী সুধাংশু শেখর মণ্ডলের স্বাক্ষর করা একটি হ্যাণ্ডবিল এলাকায় বিলি করা হয়। তাতে বলা হয় যে 'স্কুলের মুসলমান শিক্ষকেরা প্রতি দুপুরে নামাজ পড়ার জন্য পাশের একটি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। স্কুলে মসজিদ করার কথা গুজবমাত্র'। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা এটাকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বলে জানাচ্ছে।

২২জুন এই ঘটনার মাত্র ১০ দিন আগে নিকটস্থ আর একটি গ্রাম দাড়ায় 'দাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে' মাত্র একজন মুসলিম শিক্ষক ও একজন মুসলিম চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী স্কুলের মধ্যে 'নামাজ ঘরে'র দাবী করলে সেখানেও হিন্দু ছাত্ররা ঐ অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে।

২০০৯ সালে

ভোটের তিন আশ্চর্য

বারিদবরণ গুহ

১ম আশ্চর্য ঃ— হিন্দুরা কংগ্রেসে ভোট দেয় নি, তাই কংগ্রেসের জয় হয়েছে। তাই কংগ্রেসী মহলে আনন্দের জোয়ার এসেছে। দাতা বা পরিত্রাতা মুসলমানদের এইজন্য প্রতিদান দিতে হবে। আনন্দের জোয়ারে বাবু প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেই ফেল্লেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা দেশে দীর্ঘদিন বাদে কংগ্রেসের এত আসন প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে সংখ্যালঘুদের বিপুল সমর্থন কংগ্রেসের দিকে আসায়। তাই আগামী জুলাই মাসে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হবে তাতে সংখ্যালঘু উন্নয়নে সাচার কমিটির সুপারিশের স্পষ্ট প্রতিফলন থাকবে।

২য় আশ্চর্য ঃ—মুসলমানরা সি.পিএমকে ভোট দেয়নি, তাই, সি.পি.এম-এর ধপাস্ পতন হয়েছে। বাবু বুদ্ধ ভট্টাচার্য্য আর বলতে পারবেন না, ''আমরা কংগ্রেসকে যখন বলব 'Stand up' ওরা উঠে দাঁড়াবে। যখন বলব 'Sit down' ওরা বসবে''। কেন এমন পতন হল এই বিচার করতে বসে বিমান বসু সহ নানা মুনির মত। মুসলমানদের বিরাট অংশ সি.পি.এম-এর প্রতি বিরূপ হওয়ায় তারা সি.পি.এম কে ভোট দেয়নি। আবার এমন হয়েছে, তাদের বাংলাভাষী মুসলমান প্রার্থীকে উর্দুভাষী মুসলমানরা ভোট দেয়নি। আবার তাদের উর্দুভাষী প্রার্থী হলে বাংলাভাষীরা ভোট দেয়নি। এবং বাজার বলছে, সি.পি.এম-এর রিগিং মেসিন কাজ করেনি। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনারের কঠোর কড়াকড়িতে সীমান্ত-ওপার বাংলাদেশ থেকে জাল মুসলমান ভোটার import করা যায় নি।

৩য় ব্যতিক্রম আশ্চর্য ঃ—যে রিফিউজিরা সি.পি.এম-এর Back Bone, সেই রিফিউজিরা এবার নব দীক্ষিত মুসলমান তৃণমূল প্রার্থী কবীর সুমনকে ভোট দিয়ে বিপুল পার্থক্যে সি.পি.ম-এর সুজন চক্রবর্তীর নিশ্চিত জয়কে পরাজয়ে পরিণত করেছে। এবার রিফিউজিদের বোধহয় মনে হয়েছে, 'যদি ঘরের মধ্যে কালকেউটে ও সি.পি.এম থাকে, তাহলে, আগে সি.পি.এম.কে খতম কর'।

মন্তব্য ঃ---সাম্প্রদায়িক (বিশেষতঃ সি.পি.এম-এর মতে) বি.জে.পি.-র দৌলতেই এবারে পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.এম গোষ্ঠী ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। বি.জে.পি. যদি ভোট না কাটত তাহলে সি.পি.এম. গোষ্ঠীর হাত থেকে আরও ৬টি আসন তৃণমূলে গেলে তারা আরও কমে গিয়ে ১৫ না হয়ে ৯ আসনে নেমে যেত। মানে সি.পি.এম.-এর মুখে চুনকালি না পড়ে আলকাতরা লেপে যেত। সি. পি.এম. যদি বি.জে.পি.-র সাথে আঁতাত করত তবে তাদের ফল আরও ভাল হত। কিন্তু তাতো হবার নয়। তারা কেরলে অতীতে মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করেছে। এবারও তারা কট্টর মুসলমান আতঙ্কবাদী, সন্ত্রাসবাদী মাদানির দলের সাথে আঁতাত করে কেরলে স্বখাত সলিলে ডুবে গেছে। ব্রিটিশ আমল থেকেই কম্যুনিষ্টদের রক্তে মুসলমান নির্ভরতা প্রবহমান। এর সাথে তুলনা চলে বাংলার প্রাচীন পল্লীগান ''বাঘে আর গরুতে (পড়ুন সেক্যুলার) খানা একসাথে খাবে না, বলি স্বভাব তো যাবে না।''

হিন্দু সংহতির প্রথম দিন থেকে নিষ্ঠাবান কর্মী কলকাতার কেষ্টপুর জগৎপুরের সুষেন হালদার গত ২ জুলাই পরলোক গমন করেছেন। তাঁর প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

কম্যুনিষ্ট চীনেও মুসলিম তাণ্ডব

গত ৫ই জুলাই চীনে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নয়। হান্-মুসলমান দাঙ্গা। ১৩০ কোটি জনসংখ্যার চীনে হান্ জাতির লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা চীনের প্রাচীন জাতি। এই দাঙ্গায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৮৪, আহত কয়েক হাজার। চীনের সরকারী সংবাদ সংস্থা 'জিনহুয়া' জানিয়েছে, মৃত্যের মধ্যে ১৩৭ জন হান এবং ৪৭ জন উইঘুর জাতির মুসলমান। অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট চীনেও মুসলমানরা ১৩৭ জন অমুসলমান চীনাকে হত্যা করল।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে দীর্ঘদিন মুসলিমরা তাদের জন্য আলাদা স্থানের দাবী করে আসছে। প্রায়ই তারা এই দাবীর সমর্থনে পথে নেমে হাঙ্গামা বাধায়। গত ৫ই জুলাই তারা ওখানকার উ-রুম-চি রেলস্টেশনে যে দাঙ্গা বাধিয়েছে সেটি ঐ এলাকার নিকৃষ্টতম ঘটনা।

ঘটনার সূত্রপাত ওখানে একটি কারখানায় উইঘুর মুসলিম ও হান চীনাদের সংঘাত। তারই জেরে মুসলিমেরা উ-রুম-চি রেলস্টেশন আক্রমণ করে বহু চীনাকে হত্যা করে। প্রতিক্রিয়ায় হান চীনাদের প্রায় ১০০০ জন তরুণ হাতে লাঠি ও মাংস কাটার চপার নিয়ে 'দেশ রক্ষা কর' এই আহ্বান জানিয়ে রাস্তায় নামে। সরকার অবশ্য রায়টের আশঙ্কায় প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও পরে কারফিউ জারী করে। কিছু হান চীনা যুবক তখন উ-রুম-চি'র কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা লি ঝি'র সাথে দেখা করে। লি ঝি একটি পুলিশ ভ্যানের উপর দাঁড়িয়ে ঐ হান যুবকদের

জিনজিয়াং প্রদেশে এভাবেই কমিউনিষ্ট চীন মসজিদ ও ইসলামকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

সাথে গলা মিলিয়ে বুক চিতিয়ে ও হাতের মুষ্টি ঘুরিয়ে উইঘুর মুসলিম নেত্রী নির্বাসিত রাবেয়া কাদিরকে আঘাত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ওই মুসলমানেরা আমাদের দেশের এত লোককে খুন করেছে, আমরা ওদের ছেড়ে দেব না।'

সোভিয়েত রাশিয়া যেমন ৭০ বছরের কম্যুনিষ্ট শাসনেও সেখানকার মুসলমানদেরকে কম্যুনিষ্ট বানাতে পারেনি, রাশিয়ানও বানাতে পারেনি। যেদিন (১৯৮৯ সালে) কম্যুনিষ্ট পার্টির বজ্রমুষ্টি আলগা হল, সমস্ত মুসলমানরা সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের আলাদা দেশ করে নিয়েছিল। আজও খণ্ডিত রাশিয়াতে একটিমাত্র প্রদেশ চেচ্নিয়াতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা ভারতের কাশ্মীরের মত চেচ্নিয়ার স্বাধীনতার দাবীতে রাশিয়াকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেই চলেছে। ঠিক তেমনি চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ উইঘুর মুসলিমরা কিছুতেই অমুসলমান চীনাদের আধিপত্য মেনে নেয় না। তাই চীন সরকার বহু বছর আগে থেকেই ওই জিনজিয়াং প্রদেশে চীনা হানদের বসিয়ে ওই প্রদেশে জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাস পালটে দেওয়ার কাজ করে চলেছে। এর ফলে ওই প্রদেশে মুসলিমদের সংখ্যা কমে ৫০ শতাংশে নেমে গিয়েছে। এতেই মুসলমানদের অপাত্তি। চীন সরকারের এই চেষ্টার বিরুদ্ধে তাদেরকে বিদ্রোহের ডাক জানানো হয় মসজিদগুলো থেকে। তাই চীন সরকার আগেই ওই প্রদেশের মসজিদগুলোতে শুক্রবারের নমাজের পর ইমামদের বক্তৃতা দেওয়া (খুত্বা) নিষিদ্ধ করেছে ও আরও অনেকরকম বাধানিষেধ আরোপ করেছে **(দ্রষ্টব্যঃ সংহতি সংবাদ, ডিসেম্বর ২০০৮)**। এই ৫ই জুলাইয়ের দাঙ্গা তারই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই দাঙ্গার পর চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার আরও কঠোর হয়েছে। দাঙ্গা সামলানোর জন্য চীনের রাষ্ট্রপতি হু জিন্টাও জি-৮ বৈঠক ছেড়ে ইটালি থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ, দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক অপচেষ্টাকে দমন করতে চীন কতখানি গুরুত্ব দেয়, তা এই রাষ্ট্রপতির এত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছেড়ে চলে আসা থেকে বোঝা যায়।

৫,৬,৭ জুলাই তিনদিনব্যাপী এই দাঙ্গার পর চীন সরকার ঘোষণা করেছে যে প্রায় ১০০০ জন উইঘুর মুসলমান এই দাঙ্গার উস্কানিদাতা ছিল। এদেরকে ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু হয়েছে এবং এদেরকে ফাঁসীর সাজা দেওয়া হবে বলে চীন সরকার ঘোষণা করেছে।

উইঘুর মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা রোখার জন্য এবার চীন সরকার জিনজিয়াং প্রদেশে সমস্ত মসজিদে শুক্রবারে সমবেত নামাজ পড়াই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কম্যুনিষ্ট চীন মুসলিম প্রধান জিনজিয়াং প্রদেশে যে নীতি ও পদক্ষেপ নিয়েছে, ভারতেরও কাশ্মীরে সেই নীতি গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় কাশ্মীর ও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করা যাবে না।

সংহতির আইলা ত্রাণ কার্য

পত্রিকার জুন সংখ্যায় আইলা ত্রাণকার্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর সংহতি কার্যালয়ে খবর আসে যে সন্দেশখালি থানার কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো সরকারী বা বেসরকারী কোন ত্রাণই পৌঁছায়নি। তাই, গত ২৮শে জুন আর একবার বড় আকারে ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে নদীর জল আবার বেড়েছিল। সুতরাং ছোট নৌকা করে এবং স্থলপথে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এবারও হিন্দু সংহতির ৩৯ জনের ত্রাণদল মোট ৮টি প্রত্যন্ত গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। গ্রামগুলি হল— যুক্তিগাছি, দেউলিপাড়া, ছোটঘেরি, শঙ্করদহ বড়পাড়া, শিরিষতলা, কচুখালি, মঠবাড়ি ও খড়িহাট মাঝেরপাড়া। অধিকাংশই আদিবাসী ও তপশিলী

জাতি অধ্যুষিত গ্রাম। মোট ৭০০ পরিবারকে চাল, মুসুর ডাল, সরষে তেল ও লবণের প্যাকেট দেওয়া হয়। এছাড়া ডাঃ ধ্রুব মহাজন ও ডাঃ শুভঙ্কর বিশ্বাসের সঙ্গে মোট ৪ জন ডাক্তার দুর্গত এলাকায় গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ ত্রাণদলের সঙ্গে ছিল। এই দিনের ত্রাণকার্যে পরিচালনা করেন শ্রী চিত্তরঞ্জন দে এবং শ্রী সাগর বাগ।

হিন্দু মেয়ে মুসলিম ছেলের বিবাহের তদন্ত

মহারাষ্ট্র রাজ্যের উচ্চস্তরীয় দুর্নীতি দমন শাখা এবার থেকে ভালবাসা করে হিন্দুর মেয়ে আর মুসলিম ছেলের বিবাহের তদন্ত করবে। মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধিবেশনের শেষ দিনে এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নীতিন রাউত। বিজেপি বিধায়ক একনাথ খড়সে এবং দেবেন্দ্র ফরনবিস বিধানসভায় অভিযোগ তোলেন, মুসলিম ছেলেরা গ্রামাঞ্চলের কলেজের হিন্দু মেয়েদের প্রলোভিত করে বিবাহ করছে। এইরকম ষড়যন্ত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির একটি পথ। খড়সের আরো অভিযোগ, এইভাবে অনেক হিন্দু মেয়েকে আরব দুনিয়াতে পাচার করা হচ্ছে। তাই তাঁরা এইরকম প্রত্যেকটি বিবাহের সি.আই.ডি. তদন্ত চেয়েছেন। এর উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাউত স্বীকার করেন যে এইরকম ঘটনা ঘটছে এবং তিনি ভবিষ্যতে এইরকম ঘটনার তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। সি.আই.ডি. প্রধান পি.এস. যাদব এই আদেশ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাউতের এই ঘোষণায় মুসলিম বিধায়করা অখুশি।

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ৩-৭-০৯]

তপন কুমার ঘোষ ও
নিত্যরঞ্জন দাস রচিত
ধর্ম—ধর্মনিরপেক্ষতা
ও
ইসলামি জেহাদ
প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা
প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
ফোনঃ ২৩৬০ ৪৩০৬, মোবাইলঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

প্রথম পাতার শেষাংশ

১০০ ভীল হিন্দু পাকিস্তানে .....

ইসলামের দেশ পাকিস্তানে থাকতে পারছে না কেন? এটাই কি শান্তির ধর্মের নমুনা! আর যারা ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে চিৎকার করে—তাদেরকে উত্তর দিতে হবে—মুসলমানরা যে ৫৭টি দেশে সংখ্যাগুরু, সেই দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার কতটুকু? মুসলমানরা এদেশে সংখ্যালঘুর অধিকার চাইবে, আর যে দেশে তারা সংখ্যাগুরু সেখানে তারা দারুল ইসলাম স্থাপন করে সেখানকার সংখ্যালঘুদের জিম্মি করে রাখবে, জিজিয়া কর আদায় করবে, কুকুর-বেড়ালের থেকেও অধম করে রাখবে, কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা দেবে না—গোটা বিশ্বের মুসলমানদের এই সুবিধবাদী দুমুখো নীতি সভ্য বিশ্ব আর বেশীদিন মানবে না। পাকিস্তান থেকে ১০০ হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে ভারতে চলে আসা-এদেশের ভণ্ড সেক্যুলারদের চোখ খুলতে পারবে কি?

[সূত্র ঃ এশিয়ান এজ, ৭-৭-০৯]

বিশিষ্ট লেখক
শ্রী দেবজ্যোতি রায় রচিত/সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১।	অপারেশন ছাড়াই হার্ট ব্লকেজের চিকিৎসা—	১৫/-
২।	কেন উদ্বাস্তু হতে হল (দ্বিতীয় সংস্করণ)—	৫০/-
৩।	মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ—	১২/-
৪।	রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কার বিয়ে ও তসলিমা বিতাড়ন—	৫/-
৫।	বাংলাদেশ, মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু নিপীড়ন—	৮/-
৬।	অটলবিহারী, তসলিমা এবং..... —	৪০/-
৭।	অহিংসতত্ত্ব-আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা—	১২/-

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী ও বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com